সূরা কাহফের আলোকে

মুক্তির মশাল

মূল
ড. খালিদ আবূ শাদী

অনুবাদ
আহমাদ ইউসূফ শরীফ

ভাষা-সম্পাদনা
আশিক আরমান নিলয়

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

সূচিপত্র

সূরা কাহফ : অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট ৯

সূরা কাহফের বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা ১১

এক. আধ্যাত্মিক ফযিলত ১১

দুই. ফিতনা থেকে নিরাপত্তা লাভ ১৩

তিন. দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা ১৫

চার. প্রশান্তি লাভ ১৮

প্রথম পর্ব : প্রাসঙ্গিক আলোচনা ২১

প্রথম পর্ব ২২

কুরআনের নিয়ামাত ও দুনিয়ার বাস্তবতা ২২

দ্বীনের ব্যাপারে পরীক্ষা ৩০

দ্বীনি ফিতনার সমাধান ৫৭

অর্থ-সম্পদের পরীক্ষা ৬৬

অর্থ-সম্পদের পরীক্ষার সমাধান ৭৮

জ্ঞানের ব্যাপারে পরীক্ষা ও সমাধান ৯৪

ক্ষমতার পরীক্ষা ও সমাধান ১০৯

বিশ্ব জগতের ক্রান্তিলগ্ন ১২২

অনুবাদকের সংক্ষিপ্ত জীবনী ১৩৪

সূরা কাহফে যা কিছু আলোচিত হয়েছে

এক. দ্বীনের ব্যাপারে ফিতনা

উদাহরণ : আসহাবুল কাহ্‌ফ-এর ঘটনা।

মুক্তির উপায়

১. ফিতনাগ্রস্ত এলাকা থেকে হিজরত করা।

২. দুআ করা।

৩. এবং সৎকর্মশীল মুমিনের সংস্পর্শে থাকা।

দুই. সম্পদের ফিতনা

উদাহরণ : দুইজন বাগানমালিকের ঘটনা।

মুক্তির উপায়

১. দুনিয়ার বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত হওয়া।

২. এবং আখিরাতের স্মরণ করা।

তিন. ইলমের ফিতনা

উদাহরণ : নবি মূসা আ. এবং সৎকর্মশীল বান্দা খিযির আ.-এর ঘটনা।

মুক্তির উপায়

১. বিনয় অবলম্বন করা।

২. এবং ধৈর্য ধারণ করা।

চার. ক্ষমতার ফিতনা

উদাহরণ : বাদশাহ জুলকারনাইনের ঘটনা।

মুক্তির উপায়

১. বিনয় অবলম্বন করা।

২. পরস্পর সহযোগিতা করা।

৩. এবং ন্যায়বিচার করা।

সূরা কাহফ অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নুবুওয়াতের চর্চা ও দাওয়াতের কাজে মক্কার কুরাইশরা একসময় বিব্রত বোধ করতে থাকে। মদীনার ইয়াহূদীরা রাসূল ﷺ সম্পর্কে কী বলে, জানার জন্য তখন তারা নযর ইবনু হারিস এবং ওকবা ইবনু আবি মুঈতকে পাঠায় তাদের আলিমদের কাছে।

ইয়াহূদী আলেমরা তাদেরকে বলে, "তাকে তিনটি প্রশ্ন করবেন। তিনি এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারলে বুঝে নেবেন যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। অন্যথায় বানোয়াট গল্পকার।

এক. প্রাচীনকালে একদল যুবক শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। সে এক বিস্ময়কর ঘটনা। পুরো ঘটনাটি কী?

দুই. পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম এবং সারা বিশ্ব সফর করেছিল এক ব্যক্তি। তার ঘটনা কী?

তিন. রূহ (প্রাণ) কী?"

তারা মক্কায় ফিরে এসে পুরো ঘটনা খুলে বলল। তখন কুরাইশ নেতৃবৃন্দ প্রশ্নগুলো নিয়ে হাজির হলো রাসূল সা. এর কাছে।

তাদের সব প্রশ্ন শুনে রাসূল সা. বললেন, "আগামীকাল উত্তর দেবো।" কিন্তু ইনশাআল্লাহ বলতে ভুলে গেলেন তিনি। কুরাইশরা ফিরে গেল। রাসূল ﷺ রইলেন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহি আসার অপেক্ষায়। কিন্তু সেদিন তো ওহি আসলোই না; বরং এ অবস্থায় কেটে গেল পনেরো দিন। এর মধ্যে জিবরীল ﷺ-ও এলেন না, ওহীও নাযিল হলো না।

এ অবস্থা দেখে ঠাট্টা-বিদ্রূপ আরম্ভ করে দিলো কুরাইশরা। বিষয়টি রাসূল ﷺ-কে খুবই দুঃখিত ও চিন্তিত করে তোলে। পনেরো দিন পর জিবরীল ﷺ সূরা কাহফ নিয়ে অবতরণ করলেন। এতে একে একে প্রশ্নগুলোর জবাবের পাশাপাশি ওহীর বিলম্বের কারণও বর্ণনা করে দেওয়া হলো যে, ভবিষ্যতে কোনো কাজ করার ওয়াদা করলে নবিজি যেন সাথে ইনশাআল্লাহ বলেন।' [১]

[১] তাফসীরুত তাবারী, ১৫/১৪৩। (ঈষৎ সংক্ষেপিত) তবে রূহ বিষয়ক প্রশ্নটির জবাব সূরা বনী ঈসরাইল (ইসরা) ১৭:৮৫ তে দেওয়া হয়েছে।

সূরা কাহ্‌ফের বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা

এক. আধ্যাত্মিক ফযিলত

সপ্তাহ জুড়ে নূর

রাসূল সা. বলেছেন, 'জুমআর দিন যে সূরা কাহ্‌ফ তিলাওয়াত করবে, দুই জুমআর মধ্যবর্তী সময়ে তার জন্য একটি নূরের ব্যবস্থা করা হবে।' [২]

হাদীসটি এক নূরানি শক্তির সুসংবাদ দেয়। এ সূরার বরকতময় আয়াত দ্যুতি ছড়িয়ে আলোকিত করে তুলবে আপনার অন্তরকে। এর অন্তর্নিহিত রহস্য ও মর্ম উদ্ধারে যত বেশি মনোযোগী হবেন, আপনার অর্জিত নূরের শক্তি ও প্রভাব ততই বৃদ্ধি পাবে।

স্বভাবতই মানুষ অত্যন্ত ভুলপ্রবণ। প্রতিনিয়ত উদাসীনতা, প্রবৃত্তি আর নানা অভ্যাসের সাথে তার লড়াই চলতেই থাকে। আর এসবের মাধ্যমে দুনিয়া তাকে দূরে সরিয়ে রাখে ওহির নূর থেকে। এ কারণেই রাসূল ﷺ উপমা হিসেবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সূরা কাহ্‌ফের সাথে সংশ্লিষ্ট নূরটির একটি মেয়াদ আছে। সময়ের সাথে কমতে কমতে একেবারে নিভু নিভু অবস্থায় চলে আসে এর দ্যুতি। আর তখনই মানুষ এ সূরার মূল শিক্ষাটুকু ভুলতে বসে। অন্তরে কমতে থাকে এর প্রভাব। তখন এই নূর বাড়ানোর জন্য আবার নতুন করে সূরাটি তিলাওয়াত করতে হয়। এ কারণেই পরের জুমআতেও আমরা সূরাটি তিলাওয়াত করে থাকি। ফলে অব্যাহত থাকে এর ফযিলত।

জীবনের অনেক আঁধার ওহীর নূর তথা হিদায়াতের আলো ছাড়া দূর হয় না। এই নূরের মাধ্যমেই আমরা প্রতিটি বিষয়ের সঠিক অবস্থা উপলব্ধি করি। এর অভাবে

---

[২] বাইহাকী, সুনানুল কুবরা, ৫৯৯৬। সনদ মাওকূফ হাসান। শাইখ আলবানী সহিহ বলেছেন।

আপনি হবেন পথভ্রষ্ট। নিজে তো ধ্বংস হবেনই, অন্যকেও ধ্বংসের চূড়ান্তে পৌঁছে দেবেন।

সূরা কাহ্ফে বর্ণিত প্রধান চারটি ঘটনার নায়কগণের সাথে এই বরকতময় নূরের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে।

১. কাহ্ফ তথা গুহাবাসী যুবকরা এই নূর লাভ করে পার্থিব জীবনের বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারে। কুফুরের সাথে অভিজাত প্রাসাদে বসবাসের চেয়ে ঈমান নিয়ে শ্বাপদসংকুল পর্বতের গুহায় বসবাস করতে অনুপ্রাণিত হয় তারা।

২. এই নূর লাভকারী এক দরিদ্র মুমিন বেছে নেন নির্লোভ সাধনার পথ। ধনী কাফিরের সম্পদ তাকে একটুও টানেনি। দারিদ্র্যের পরীক্ষায় তিনি সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হন। অথচ প্রাচুর্যের পরীক্ষায় ব্যর্থ হয় ধনী লোকটি।

৩. এই নূরের ফলে এক সৎকর্মশীল বান্দা অনুধাবন করেন তাকদীরের অন্তর্নিহিত কিছু রহস্য। সম্পাদন করেন এমন কিছু কাজ, যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে ক্ষতিকর; অথচ দীর্ঘমেয়াদি বাস্তবতার নিরিখে বড়ই উপকারী ও প্রজ্ঞাময়।

৪. এই নূর লাভ করেন ইতিহাসের অন্যতম প্রভাবশালী সম্রাট জুলকারনাইন। তাঁর শাসনব্যবস্থায় ন্যায় ও সুবিচারের আলো ছড়িয়ে দেন তিনি। অনন্য এক সভ্যতার সূচনা ঘটান। মহান আল্লাহ তাআলার সহযোগিতা লাভ করে তিনি হাত বাড়িয়ে দেন অন্যদের সাহায্যে। বিশ্ব সভ্যতায় অনন্য দৃষ্টান্ত তৈরি করেন।

আরেকটি দারুণ ব্যাপার। কুরআনের অনেক আলোচ্য বিষয়ই একাধিক সূরায় ঘুরে-ফিরে এসেছে। কিন্তু সূরা কাহফের এই আলোচ্য বিষয়গুলো অন্য কোনো সূরায় নেই। আর এই সূরার শিক্ষায় এমন সব সমস্যার সমাধান রয়েছে, যা এভাবে নির্দিষ্ট করে অন্য কোনো সূরায় উল্লেখ করা হয়নি।

দুই. ফিতনা থেকে নিরাপত্তা লাভ

যুদ্ধকালীন সংকটে প্রতিটি দেশ যেভাবে তার নাগরিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা দিয়ে থাকে, ফিতনার ঘনঘটা দেখা দিলে সূরা কাহ্‌ফও ঠিক সেভাবেই সুরক্ষা দেয়। বাতলে দেয় ফিতনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সঠিক পথ ও পন্থা।

ফিতনা চার প্রকার।

১. দ্বীন-ধর্ম। ফিতনা।

২. অর্থ-সম্পদ ফিতনা।

৩. ইলম-জ্ঞান ফিতনা।

৪. শক্তি ও ক্ষমতার ফিতনা।

সভ্যতার উত্থান, স্থায়িত্ব ও অগ্রগতির জন্য ঠিক এই চারটি বিষয়ই জরুরি। মানবজাতির অমূল্য নিয়ামাত এগুলো। কিন্তু অপব্যবহারের ফলে এগুলোই হয়ে ওঠে বিপর্যয় ও অধঃপতনের কারণ।

সূরা কাহ্‌ফ ঈমানকে শক্তিশালী ও পূর্ণ করার পাশাপাশি সংরক্ষণের উপায়ও বাতলে দেয়। যেমন এই সূরাতে মানুষের মৌলিক শক্তিমত্তার তিনটি শাখা তুলে ধরা হয়েছে।

যথা,

১. ইলম (জ্ঞান)

২. অর্থ-সম্পদ এবং

৩. ক্ষমতা ও রাজত্ব।

অর্থাৎ এমন ইলম যা সৎপথে পরিচালনা করে, এমন সম্পদ যা সৎপথে চলতে সহায়ক হয় আর এমন রাজত্ব যা সৎপথের অভিযাত্রাকে নিরাপদ ও সংরক্ষিত রাখে। কারণ, দ্বীনের ওপর টিকে থাকতে এসবের কোনো বিকল্প নেই। সত্যি বলতে শুধু ব্যক্তিমানুষ না, গোটা একটি সভ্যতার সাফল্যও মূলত এই নিয়ামকগুলোর ওপর নির্ভরশীল।

মানব সভ্যতার শৌর্যবীর্য ও শক্তিমত্তার প্রধান এই তিন উপলক্ষই আবার নিদারুণ দুর্বিপাক আর পরীক্ষার ক্ষেত্র। এক কথায় যাকে বলা চলে ফিতনার উর্বর ভূমি। জীবনের প্রতিটি ধাপেই আমরা তা দেখে এবং মোকাবিলা করে আসছি। মুমিনমাত্রই পার্থিব জীবনে নানা বিপদাপদের আঘাত আর শত্রুপক্ষের বিষাক্ত দুরভিসন্ধির শিকার হয়ে থাকে। পাশাপাশি নিজের নানাবিধ দুর্বলতা, হতাশা আর অবসাদ তো রয়েছেই।

জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এঁটে বসা ফিতনার এসব বজ্র আঁটুনি থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো ওহীর আলোকশক্তিকে আঁকড়ে ধরা। অর্থাৎ কুরআনের নূরানি শক্তিতে বলিয়ান হয়ে ওঠা। আর তা রয়েছে সূরা কাহ্ফে। এটি আপনাকে ফিতনার ঘনঘটা থেকে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা দিতে সক্ষম।

তিন. দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা

মানব সভ্যতার জন্য সবচেয়ে বড় আপদ ও কঠিনতম পরীক্ষা হলো দাজ্জালের ফিতনা। এই ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকার মন্ত্র রয়েছে সূরা কাহ্‌ফে। দাজ্জালের ফিতনার পূর্বাপর সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখা যায়, পূর্বে বর্ণিত চারটি ফিতনার সাথে দাজ্জালের ফিতনার ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে। এই চারটি ফিতনা থেকে যিনি আত্মরক্ষা করতে পারবেন, আশা করা যায় যে, আগামীতে ধেয়ে আসা কঠিন দাজ্জালি ফিতনার মোকাবিলাতেও সফল হবেন তিনি।

আবূ দারদা রা. বলেন, রাসূল সা. বলেছেন,

مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ

‘যে ব্যক্তি সূরা আল কাহ্‌ফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে।’ [৩]

দাজ্জালের আবির্ভাবের আগ পর্যন্ত তার এবং তার আগমনের ক্ষেত্র প্রস্তুতে নিয়োজিত বাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের প্রথম আমলি প্রতিরোধ হলো সূরা কাহ্‌ফের শুরুর (১-১০) আয়াতসমূহ।

আবূ উমামা বাহিলী রা. হতে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে রাসূল সা. বলেছেন,

وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنَّ مَعَهُ جَنَّةً وَنَارًا، فَنَارُهُ جَنَّةٌ، وَجَنَّتُهُ نَارٌ، فَمَنِ ابْتُلِيَ بِنَارِهِ، فَلْيَسْتَغِثْ بِاللهِ وَلْيَقْرَأْ فَوَاتِحَ الْكَهْفِ فَتَكُونَ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا

‘দাজ্জালের অনাসৃষ্টির মধ্যে একটি এই যে, তার সাথে জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে। তবে তার জাহান্নাম হবে জান্নাত এবং তার জান্নাত হবে জাহান্নাম। যে ব্যক্তি তার জাহান্নামের বিপদে পতিত হবে, সে যেন আল্লাহর সাহায্য

[৩] সহিহ মুসলিম, ৮০৯।

প্রার্থনা করে এবং সূরা কাহ্ফ-এর প্রথমাংশ তিলাওয়াত করে।' [৪]

নাওয়াস বিন সামআন কিলাবী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন,

فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ

'যে তার (দাজ্জালের) মুখোমুখি হবে, সে যেন সূরা কাহ্ফের প্রথম কয়েকটি আয়াত পাঠ করে।' [৫]

কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমরা কি এখনও দাজ্জালের দেখা পাইনি? তার আগমনপূর্ব ক্ষেত্র তৈরির বিস্তৃত জালে আটকা পড়িনি? যদি তা-ই হয় তবে এমন কঠিন সময়ে দাজ্জালের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সূরা কাহ্ফ আমাদের কী উপকারে আসছে? এই প্রশ্নের উত্তরে অবশ্য আরও কিছু প্রশ্ন উঠে আসে। যেমন,

এই মুহূর্তে আমাদের জন্য কে বেশি ক্ষতিকর? দাজ্জাল, নাকি পথভ্রষ্ট নেতৃবৃন্দ? দাজ্জাল নাকি বিকিয়ে যাওয়া কিছু ভণ্ড আলিম ও পণ্ডিত? দাজ্জাল, নাকি জনপ্রিয় তারকারা? প্রতিনিয়ত মানুষকে ভ্রান্তির বেড়াজালে আটকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এরা। চলুন, এসব প্রশ্নের উত্তর জেনে নিই সাহাবি আবূ যর গিফারী রা. এর মুখ থেকেই। তিনি বলেন,

كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "لَغَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَى أُمَّتِي " قَالَهَا ثَلَاثًا. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا هَذَا الَّذِي غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قَالَ: "أَئِمَّةً مُضِلِّينَ

'একদিন আমি রাসূল সা. এর সাথে পথ চলছিলাম। এমন সময় তিনি বললেন, "দাজ্জাল ছাড়াও আমার উম্মাতের জন্য আরও ভয়ংকর বিষয় রয়েছে!" কথাটি তিনবার বলেন তিনি। বললাম, "বিষয়টি কী, নবিজি?" তিনি বললেন, "পথভ্রষ্ট নেতা।"' [৬]

বিপথগামী নেতা বনাম দাজ্জাল

দাজ্জালের কপালে 'কাফির' লেখা থাকবে।[৭] কিন্তু এসব নেতার কপালে তা থাকবে না। দাজ্জাল ফিতনা ছড়াবে খোলামেলা জনসমক্ষে। কিন্তু এরা প্রকাশ্যে ও গোপনে,

[৪] সুনানু ইবনু মাজাহ, ৪০৭৭। সনদ হাসান গরীব।

[৫] সহিহ মুসলিম, ২৯৩৭। সুনানু আবূ দাউদ, ৪৩২১। সনদ সহিহ।

[৬] মুসনাদু আহমাদ, ২১২৯৬। সনদ সহিহ লিগাইরিহি।

[৭] সহিহ মুসলিম, ২৯৩৩।

জনসমক্ষে ও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যাপক ফিতনা সৃষ্টি করে আসছে। সূরা কাহ্‌ফ শুধু দাজ্জালের ফিতনাকেই না, তার পথাবলম্বী অন্যান্য ফিতনাকেও উন্মোচন করে দেয়। ফলে ঈমান বাঁচাতে সচেষ্ট হয় এর তিলাওয়াতকারী। এরকমই আরেক ফিতনা নুবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদার ভণ্ডনবির দল।

আবদুল্লাহ ইবনু উমার রা. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল সা. বলেছেন,

إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ ثَلَاثِينَ دَجَّالًا كَذَّابًا

'কিয়ামাতের আগে ত্রিশজন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে।' [৮]

এ জন্যই ইলম একটি নিরাপত্তা বেষ্টনী, যা মানুষের দ্বীন ও দুনিয়াকে শঙ্কামুক্ত রাখে।

প্রখ্যাত তাবিঈ হাসান বসরী রহ. বলতেন,

إِنَّ هَذِهِ الْفِتْنَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ عَرَفَهَا كُلُّ عَالِمٍ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَرَفَهَا كُلُّ جَاهِلٍ

'ফিতনা যখন আসে, তখন তাকে চিনতে পারেন শুধু আলিমগণ। আর তা চলে যাওয়ার পর প্রতিটি জাহিল (অজ্ঞ) লোকও তা চিনতে পারে।' [৯]

সূরা কাহ্‌ফের মর্ম অনুধাবনের চেষ্টা আপনাকে দেবে সময়মতো ফিতনা চেনার সেই ইলম। সেইসাথে প্রতি শুক্রবার এর তিলাওয়াত আপনার অন্তরে সেই ইলমকে রাখবে চিরসবুজ। কবি বলেন,

بَصِيرٌ بِأَعْقَابِ الْأُمُورِ بِرَأْيِهِ ... كَأَنَّ لَهُ فِي الْيَوْمِ عَيْنًا عَلَى غَدِ

'মুমিন তো প্রতিটি মতামতের পরিণতি সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখে,
যেন আজকের চোখেই সে দিব্যি আগামীকাল দেখে থাকে!' [১০]

[৮] মুসনাদু আহমাদ, ৫৯৮৫। সনদ সহিহ লিগাইরিহি।

[৯] ইবনু সা'আদ, তবাকাতুল কুবরা, ৭/ ১৬৫।

[১০] ইমাম খরাইতী, মাকারিমুল আখলাক, ৩০৪ [৯৩৩]।

চার. প্রশান্তি লাভ

সূরা কাহ্ফের তিলাওয়াত ফিরিশতাদের সহযোগিতার পথ ত্বরান্বিত করে। অন্তরে আনে প্রশান্তিদায়ক বিশেষ রহমত। তাই হতাশাগ্রস্ত অন্তরে প্রশান্তির স্নিগ্ধ পরশ চাইলে সূরা কাহ্ফ তিলাওয়াত করুন।

সাহাবি বারা বিন আযিব রা. বলেন,

كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الكَهْفِ، وَإِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ، فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ، فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ بِالقُرْآنِ»

‘(আসহাবুর রাসূলের) জনৈক ব্যক্তি ‘সূরা কাহ্ফ’ তিলাওয়াত করছিলেন। তার ঘোড়াটি দুটি রশি দিয়ে তার পাশে বাঁধা ছিল এসময়। হঠাৎ কোথা থেকে যেন এক টুকরো মেঘ এসে ছায়া দিতে শুরু করে। ক্রমেই নিচের দিকে নেমে আসতে থাকে মেঘখণ্ডটি। তার ঘোড়াটি ভয়ে লাফালাফি শুরু করে দেয়।

সকাল বেলা তার মুখে ঘটনাটি শুনে নবিজি সা. বললেন, “সেটি ছিল কুরআন তিলাওয়াতের কারণে নাযিল হওয়া ‘সাকীনা’(বিশেষ প্রশান্তি)।”’ [১১]

নিচের ঘটনাটি মূলত সাহাবি উসাইদ ইবনু হুযাইর রা. এর। বর্ণিত আছে যে,

এক রাতে তিনি সালাতে সূরা কাহ্ফ পাঠ করছিলেন। তাঁর ঘোড়াটি পাশেই বাঁধা ছিল তখন। হঠাৎ ঘোড়াটি ভয়ে লাফিয়ে উঠে ছুটাছুটি শুরু করল। তিলাওয়াত বন্ধ করতেই আবার শান্ত! এরকম একাধিকবার ঘটল। এ সময় ঘোড়াটির কাছেই বসে ছিল তাঁর ছেলে ইয়াহইয়া। তাঁর ভয় হচ্ছিল যে, ঘোড়াটি না আবার ইয়াহইয়াকে পদদলিত করে ফেলে! ছেলেকে সরিয়ে আনার সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছু

[১১] সহিহ বুখারী, ৫০১১।

একটা দেখতে পেলেন তিনি। পরদিন সকালে পুরো ঘটনা খুলে বললেন রাসূল সা.-এর কাছে। শুনে নবিজি সা. বললেন, 'ইশ্! যদি তিলাওয়াত চালিয়ে যেতে, ইবনু হুযাইর (রাঃ)! যদি চালিয়ে যেতে!'

ইবনু হুযাইর রা. আরয করলেন, 'আসলে আমার ছেলেটা ঘোড়ার কাছে থাকায় ভয় পেয়ে গেছিলাম। এসময় মাথা ওপরে ওঠাতেই দেখলাম মেঘের মতো কী যেন একটা। আলোও বেরোচ্ছে। কিন্তু বাইরে আসার পর দেখি কিছু নেই।' তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'ওটা কী ছিল, জানো?' বললেন, 'না।' রাসূল সা. বললেন, 'তাঁরা ছিল একদল ফিরিশতা। তোমার তিলাওয়াত শুনে তোমার কাছে এসেছিল। তুমি যদি সকাল পর্যন্ত তিলাওয়াত করতে, তারাও ততক্ষণ পর্যন্ত এখানে অবস্থান করত। তাদেরকে দেখতেও পেত মানুষজন।' [১২]

কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন ব্যক্তির অজান্তেই তার চারিপাশে অদৃশ্য কিছু ঘটে যেতে থাকে। চুপচাপ তার তিলাওয়াত শুনতে থাকেন ফিরিশতাগণ। নেমে আসে সাকীনা নামক বিশেষ রাহমাহ। আমরা এসবের কিছুই দেখতে পাই না। তবে শতভাগ সত্যবাদী রাসূল সা. এর বাণীর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি এবং এ সবকিছুকে সত্য বলে মেনে নেই।

সূরা কাহ্ফের প্রতি সাহাবিগণের দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল। কেউ কেউ তো সালাত পড়াকালে একাধিক তিরবিদ্ধ হয়েও সালাত ভাঙেননি এই সাকীনার স্নিগ্ধতায়। এমনই এক ঘটনা ঘটে সাহাবি আব্বাদ ইবনু বাশীর রা. এর সাথে। চতুর্থ হিজরিতে রাসূল সা. বনু গাতফানের দুই শাখা গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বের হন। ইতিহাসে তা 'গাযওয়াতু যাতুর রিকা' নামে প্রসিদ্ধ। অভিযানের এক রাতে আম্মার ইবনু ইয়াসির রা. এর সাথে পাহারায় পাঠানো হয় আব্বাদ ইবনু বাশীর রা. কে। আব্বাদ ইবনু বাশীর রা. এর পালা আসলে তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে যান। পাশেই শুয়ে ঘুমিয়ে যান আম্মার ইবনু ইয়াসির রা.। ইতোমধ্যে শত্রুপক্ষের একজন গুপ্তচর আশপাশের কোনো টিলা থেকে মুসলিম বাহিনীর ওপর নজরদারির চেষ্টা চালাচ্ছিল। দূরে একটি ছায়ামূর্তিকে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে। মোক্ষম সুযোগ বুঝে কাফির লোকটি একটি তির আব্বাদ ইবনু বাশীর রা. এর দিকে ছুঁড়ে মারে। তিরটি এসে সালাতরত সাহাবির গায়ে বিদ্ধ হলে তিনি এক হাতে তা টেনে বের করে ছুঁড়ে ফেলেন। সালাত কিন্তু ভাঙেননি। এবার দুরাচারী মুশরিকের দ্বিতীয় তিরটিও অব্যর্থ নিশানায় আঘাত হানে। এবারও তিনি বিদ্ধ তির খুলে ফেলে দিয়ে সালাতে মগ্ন থাকেন। তৃতীয় তিরের

[১২] সহিহ বুখারী, ৫০১৮। তবে ইমাম বুখারীর এই বর্ণনায় সূরা কাহ্ফের পরিবর্তে সূরা বাকারার উল্লেখ রয়েছে। সম্ভবত এই ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে কিংবা একই সালাতে একাধিক রাকাআতে এই ঘটনা ঘটেছে আর কোনো রাকাআতে সূরা বাকারা, কোনো রাকাআতে কাহ্ফ এবং কোনো রাকাআতে সূরা ফুরকান পাঠ করেছেন। ফাতহুল বারী, ৯/ ৬৩-৬৫।

বেলায়ও একই। তবে এরপর তিনি রুকুতে চলে যান। রুকু, সিজদাহ ও বৈঠক শেষে সালাম ফিরিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় সঙ্গী আম্মার ইবনু ইয়াসির রা. কে জাগিয়ে তোলেন তিনি। ঘুম থেকে উঠে তো আম্মার রা. এর চক্ষু ছানাবড়া! বিস্ময়ভরা কণ্ঠে তিনি বলেন, 'এ কী করেছ ভাই! প্রথম তির লাগতেই আমাকে ডাকলে না কেন? আব্বাদ ইবনু বাশীর রা. বললেন,

كُنْتُ فِي سورة أقرأها وَهِيَ الْكَهْفُ، وَكَرِهْتُ أَنْ أَقْطَعَهَا حَتَّى أَفْرُغَ مِنْهَا، فَلَوْلَا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ أُضَيِّعَ ثَغْرًا أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ بِحِفْظِهِ مَا انْصَرَفْتُ وَلَوْ أُتِيَ عَلَى نَفْسِي

সূরা কাহ্ফ তিলাওয়াত করছিলাম। সূরাটি শেষ না করে রুকুতে যেতে মন সায় দিচ্ছিল না। যদি রাসূল সা. এর অর্পিত দায়িত্বে অবহেলার আশঙ্কা না থাকত, তাহলে জীবন চলে গেলেও সালাত ভাঙতাম না। [১৩]

পাঠক! মূল বইটি আপনার হাতে তুলে দেওয়ার আগে আমি অধম মহান আল্লাহর দরবারে এই কামনা করি যে, বইটি পড়ে আপনি যেন এর সাথে চলমান বাস্তবতার সমন্বয় করতে শেখেন। প্রতি শুক্রবার যেন পূর্ণ সূরা কাহ্ফ তিলাওয়াতের জন্য সুনির্দিষ্ট সময় বের করতে পারেন। সপ্তাহান্তে সাফল্যের সবকটি শাখা যেন চলে আসে আপনার হাতের মুঠোয়। তৈরি হয় নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার নতুন নতুন উপলক্ষ। মহান রবের দরবারে ইসতিগফার ও তাওবা করে ফিরে আসুন শান্তি ও সাফল্যের রাজপথে।

সূরা কাহ্ফে থাকা বিষয় চারটিকে আমি দুটি শিরোনামে উল্লেখ করেছি। যাতে পাঠক হিসেবে আপনি পুরো বিষয়টি বিবেক এবং আবেগ উভয় উপলব্ধি থেকেই সহজে অনুধাবন করতে পারেন।

[১৩] ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, ১/ ৩৯৭। বাইহাকী, দালাইলুন নবুওয়াহ, ৩/ ৩৭৯। ইমাম ওয়াকিদী হাদিসের ক্ষেত্রে দুর্বল হলেও সীরাত ও মাগাযী তথা ইসলামের যুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে তিনি গ্রহণযোগ্য। সনদ সহিহ লিগাইরিহি।